চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল

নাহার মনিকা

উৎসর্গঃ

মৃত্যুর কাছে গিয়ে জন্ম দেই
জন্মকে জাপটে ধরে মরে যাই

সূচিপত্র

দরোজা
ভ্রমণ
চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল
ঘর
অসূয়া
মেঘের বীজতলা
মাঠ
কাটাছেঁড়া
প্রেম
মাছ
সটান
শীতে, কাঠবেড়ালী
শব্দের ভ্রূণ
দৃশ্যমান
সড়ক
দৃশ্যের ভেতরে যদি সত্যতা থাকে
মমি
অন্তর্জাল
বয়ান

দরোজা

দরোজা কেমন করে ভাঙ্গে তার
নিজস্ব কপাট, কবিতার বৃত্ত আর
অসার বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়িয়ে-ক্রমাগত
মেলে রাখে বাহুর দাওয়াত, তত
বেশী বালিকার মত শ্বাস-
বন্ধ দৌড়, দু'হাতের মধ্যভাগে ত্রাস
আর ক্ষীণায়ু ঘাম, হাত থেকে
ধারালো করাত এঁকে বেঁকে
কখনো কখনো কাটে-দরোজার
সমূল উত্থান-কেটে চলে তার
খুলে রাখা একা স্বাধীনতা
দূরের দৃশ্যের মত দারুণ স্বচ্ছতা
আর ঠিক তক্ষুনি দরোজার বন্ধ দু'হাত
অসামান্য বাতাসের ছোটলোকি দাঁত
পিষে ফেলে, সুন্দর আক্রোশ
দরোজার দুহাত খোলে না- আবার না ক্রোশ
পথ পাড়ি দিতে হয়। বাতাসের সঙ্গে কি
যুদ্ধ-যুদ্ধ সাজে? আসলে তো দরোজার দরকার শুধু নিজস্ব কপাট আর
কবিতার বৃত্ত তার সচল আঙ্গুল,
শুধু চাই খোলা আর বন্ধের ঠিক-ভুল
নিজস্বতা চাই।

ভ্রমণ

দাঁড়িয়েছো জাগ্রত, শিরদাঁড়া সম্যক সোজা
আড়ালে-আবডালে প্রার্থনার ভাষা ভুলে যাই
অবাক তাঁকিয়ে দেখি নগ্নগাত্র সুন্দরী
শরীরের অক্ষর তার রঙ্গিন পাপড়িতে বোঁজা।

অন্ধকার সহসাই ধার ক'রে এক টুকরো আলো
ঝকঝকে হাসি হেসে কাঁধ ফিরে পেছনে তাঁকালো
পেছনে ছড়ানো তার কাংখিত রূপকথাগুলি
আলোর ছোবল পেয়ে কাহিনীর চোখ ছলোছলো।

ঈর্ষাতুর না হলেও অবেলায় তীব্র ঈর্ষা হয়,
এমন সটান, আর নিদ্রাহীন ভ্রমণের আশনাই ছিল।
আমাকে সঙ্গে নাও,
দেখি তার প্রার্থনায় দিতে পারি কিনা
আলোর তুল্য অন্ধকার
সেই সঙ্গে সুন্দরীর শরীরের অক্ষরের বীণা।

চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল

চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল
শত কুয়াশার মধ্যে কী করে যে
ঠাঁই খুঁজে নিলো নিরন্তর
বড়ই অদ্ভুত।
নদীর পেছন ফিরে অবিরত শুশুকের
মুখ গুনতি কাটিয়ে সময়
ফিরে দেখি বসন্ত উধাও।
অন্য কুয়াশা এসে ঘিরে ধরেছিল
সেই নদীর বসতি।

অবিনশ্বরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো
কথায় কথায় ক্রমে রাত বেড়ে গেলে
বর্ষার পেছন ফিরে তারপর,
ঘাড় কাৎ করে চলে যাওয়া-
এভাবে তো না গেলেও চলে।

ঘর

অবিশদ খেয়ালের বুক জুড়ে
বরফে মাখানো এই শাড়ি
ফ্যাকাশে করেছে রং শূণ্যতা
রাত্রির সাথে তার আড়ি

দেয়ালে সাজানো আছে সুখ
জানলার শার্শিতে দম্ভ
দু'ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে উন্মুখ
ক্রোধান্ধ হাসি উল্লম্ব

তোমাকেও ডেকেছে এ উৎসব
একা এসো পা মেপে মেপে
জীবন্ত দগ্ধেও লুট সব
বুঝিয়ে দিয়েছে সংক্ষেপে

ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়েছে স্তাবক
যদিও যুদ্ধ ফেরা ক্লান্ত
গা বুক অন্তরাত্মা জুড়োলেও
কমলো না ভেতরের ভান তো!

অসূয়া

বাবার একটা লাইটার
আমি ভেঙ্গে ফেলেছিলাম
কারণ সেটা মায়ের দেয়া ছিল না

মায়ের প্রিয় হাতব্যাগ
আমি ধারালো ব্লেডে কেটেছিলাম
কারণ সেটা বাবার দেয়া ছিল না

আমার একটা আংটি
বাবা-মা ক্রোধে চুর চুর করেছিলেন
কারণ সেটা তাদের দেয়া ছিল না।

মেঘের বীজতলা

এক উদ্বাস্ত ঠিকানাবিহীন মাঠ
ডাকছে মেঘ, উন্মুল বীজতলা
ডাকছে কাঁকর, বালি আর ইট
দাঁত কপাটির ক্রুর সমাবেশ

ভাসিয়ে দিতে চাইছে শাবল
শক্ত দৃঢ়তা, অসমান হাড়
ঠিকানায় তার বিস্তর ভুল
ভুলের মাশুল দিয়েই যাচ্ছে
ক্রমাগত মেঘ, শক্ত বরফ
নদীর তরফে হেল দোল নেই
বরফ গলানো মেঘেরা ভীষণ
নির্মম আর প্রতিক্রিয়াশীল
ঘাসের মাদুরে ডোবায় না পা।

প্রান্তর ঘিরে নরম মাথাল
পলকা হাওয়ায় দোল খায় আর
হা-হুতাশ নিয়ে মাতলামি করে
মেঘের ঠিকানা নিয়মতন্ত্রে
লেখা নেই, আর থাকবেই কেন?

বীজতলা শুষে জলের আড়ত
আকাশে ঠেকার দিন শেষ হলো
মেঘের কোমল আত্মীয় নয়
খা খা প্রান্তর, এটা কোন মাঠ!
শুধুই কাঁকর, বালি আর ইট
দাঁত কপাটির ক্রুর চারুপাঠ।

মাঠ

মাঠ সেকি মাঠ! বুকের স্তব্ধতা মেলে বসে আছে, ঈষদুষ্ণ স্থির। আমরা দাঁড়িয়ে আছি মাঠের কিনারে, অদৃষ্টপন্থী।
সামনে জমাট ছায়া, আগ্রাসী মাঠের শরীর। পৃথিবীর সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত শেষে প্রতীক্ষারত,
কেউ বুঝি উঠে আসবে- মাঠের পাঁজর ঘেরা ধ্বংসস্তুপ ফুঁড়ে...আমাদের গুণে গুণে প্রবেশের পথ করে দেবে।
আমরা ভয়ে কাঁপি, সময়ের রোষ ভেবে কম্পিত দাঁড়িয়ে থাকি মাঠের কিনারে।
একটু সবুজ খুঁজি, সবুজ আর সোনালীর তালমাত্রা খুঁজি, লুপ্তপ্রায় জলমগ্ন ধূসরতা খুঁজি...ধূসরের কিছুটা দূরত্বে,-সোনালীর অমাপা দূরত্বে,-সবুজের যোজন দূরত্বে...বিস্মিত আর ঈষৎ চকিত আমাদের পলক পড়ে না।
সময়ের প্রতিনিধি ইতোমধ্যে না এসে পৌঁছালে আমাদের পরস্পর গননা পিছিয়ে যাবে।
মাঠের কিনারা গিয়ে মিশে যাবে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তহীন আরেক কিনারে।
মাঠ সেকি মাঠ!
আমরা দাঁড়িয়ে আছি মাঠের কিনারে। ক'জন দাঁড়িয়ে আছি, ক'দিন প্রতীক্ষারত, কিছুই জানি না। মাঠের জমাট বাঁধা বুকের ছায়ার গভীর থেকে সময়ের উঠে আসা অনিশ্চিত নয়-এইটুকু জানি।
অন্তর্জালে তার ছুঁয়ে সুর দরকার। আমরা কথা শুরু করি, ধীর লয়ে, তারপর ক্রমাগত কাব্যভাষায়। বাতাসের বাহারী শাড়িতে গাঁথা অনাগত সুতোর সেলাই দাঁত দিয়ে খুলে রেখে দিই। আমাদের হাতের আঙ্গুলে বেজে যায় অধৈর্য্যের আদুল এস্রাজ।
মাঠের ছায়ার মধ্যে কাঁপন শুরু হয়,জমাট কোচকানো পায়ে ছায়ারা নৃত্য করে...
আমরা বুঝতে পারি, কেউ বুঝি আসবার সময় হয়েছে। আমাদের লোভ তীব্র হয় গণিত হতে, আঙ্গুলের খাঁজে খাঁজে নামাংকিত হতে,উচাটন হই।
পোষাকের স্বচ্ছতায় ততক্ষণে দৃশ্যমান সবুজ নিকটে, সোনালী জড়িয়ে আছে আমাদের পা, ধূসরেরা মুহূর্তে উধাও। আমরা নিজের কথা ভাবি...মেরুদন্ডে বুনে দিই একেকটি কাল্পনিক সংখ্যার সারি।

আমরা জানতে চাই, আমরা ক'জন? ক'দিন দাঁড়িয়ে আছি? কেন এই হু হু করা মাঠের কিনারে?

কাটাছেঁড়া

সুখের কপালে আজ ঝামা ঘষে দেবো
আয়, হাঁটু গেড়ে এইখানে বোস
দেখি তোর পেলব কপাল কত দ্রুত খসখসে হয়!
বড় বেশী সাহস দেখিয়েছিলি
ঘরের কানকো জুড়ে দুলছিলি
ডানা ঝাপ্টানো নীল বেভুল সারস!
প্রিয় হয়ে উঠতে থাকা ঘাস
হঠাৎ মরে গেলে,
বৃষ্টিতে ঘর-ঘাট-চৌকাঠ ভাসিয়ে নিয়ে গেলে
তুই বলবি, কিছুই জানিস না,
ফুসফুসে বাতাসের ফারাক্কা গেঁথে
ভান করিস যেন কিছুই হয়নি।
মনে আছে, ঘর-ঘাট জড়িপাড়
কথা ছিল, আজীবন লেপে মুছে
হিসেবের কালিঝুলি
আড়াল করে নিবি
বিনিময়ে আমার নিঃশ্বাস, তোর কাছে,
গুণে গেঁথে হাতে দিলে শ্বাস নেবো।
না হলে মুমূর্ষ হবো,
হৃদয়ে বাতাসহীন কাৎরাবো তোর প্রতীক্ষায়
আজ আমি শ্বাসযন্ত্রে বাতাস বুনেছি
সুখের প্রতীক্ষা ঘষে ধার দিচ্ছি
হাতের আঙ্গুলে,
আয় সুখ, হাঁটু গেড়ে বোস
ধারালো বিবর্ণ ত্বক তোকেই দেখাবো।

প্রেম

রোদে পুড়ছে ত্বক
স্বপ্ন দেখছে নখ
ছায়ার সঙ্গে ঘুম
কপালের কুম কুম
বাউলের গান শোন
চোখের সংগোপন
যোজন উতরোল
রাতের দুঃখ খোল্।

মাছ

গুঁড়ো মশলায় মাখামাখি
সদ্য জেগে ওঠা ফুস্কুড়ি শরীরে
নতুন স্নানের পোশাকের কথা
মনে করিয়ে দেয়।

তেল ও জলের গতিক বোঝার
সময় পেরিয়ে গেছে।
তেলের কড়াইয়ে ভাসতে ভাসতে
মাছ ভাবে
এ ক'দিনেই সমুদ্র
সূর্যের এত কাছে এসে গেছে!

সটান

মনোমালিন্যের দাগ লেগে থাকে কাপড়-চোপড়ে।
চুপসানো চাঁদের কোটরে ঘরবাড়ি উচ্ছেদ হয়ে
বসবাস করি এক পালানো জীবন
ঘা খাই, ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে
উঠে যায় অখাওয়া ভাতের থালা,
বাসক পাতার রস নিংড়ানো দেহে
পোড়া কয়লা গুজে দেয় একখন্ড
চোখা-মাথা কথা।

বিবস্র সাজতে থাকি যুদ্ধের সাজ
জীবনের পরোয়াটা কার?
পচন অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, বাজি ভোলা শেষ?
তারপরও মাথা তোলে আলো-ভরা
উঠোনের কোণ। সেই সঙ্গে কোপ খায়
ফণাতোলা অধিকারবোধ।

দাঁড়ালে চাঁদের গর্তে মাথা ঠেকে-
ধাক্কা লাগে মগজের কোষে।
এখনো ব্যথায় ভুগি, নিংড়ে নিও ব্যথার বিশেষ।
সেই মতো কান্না দিও
মাখাবো শরীরে। মগ্ন হবো, সে সুবাদে
মালিন্য মাখিয়ে নিই সদ্য রোমকূপে।

শীতে, কাঠবেড়ালী

নিষিদ্ধ ভক্ষণ নয়। খেয়ে নাও কাঠবেড়ালী
যত্নে সাজিয়ে দেয়া মানচিত্র।
গাজর আর কচি পেয়ারার খোসা।

জলাধার দ্যাখোনি বলে
পানিও ছোঁবে না
এমন সাত্বিক হলে
চরিত্র চিত্রণের সময় দ্বিধাসহ
ঢুকে যাবে নখের শায়ক।

কিছুই খাবে না কাঠবেড়ালী,
যত্নে সাজিয়ে দেয়া মানচিত্র
কৃতকার্য না হওয়া অদৃশ্য সৌরভ
অপমানে ডুবে যাওয়া নীল নীল
লৌহবৎ ফুল।
সে শুধু অহংকারী ওড়াবে লেজ
পা ফেলবে ইষদুষ্ণ ভোর রাতে।

তবে তুমি বরফ খাও ছটফটে প্রানী,
বরফের টুকরোকে বাতাসে ওড়াও
জিভ দিয়ে চেটেপুটে দ্যাখো
শৈত্যের রঙ ফিকে ক'রে দিতে পারো কিনা।

শব্দের ভ্রূণ

হাত নাড়ছে ভোররাত
রাতের সমুদ্র ধরে টান দেয়
এ কোন গতিক
বাতাস রহস্য করে কথা বলে
অথচ আমার
মৃত ভ্রূণের হতাশা সংক্রান্ত
একটি কবিতা লেখার কথা ছিল।

ঝিনুকের উল বোনার বুকে
এক চিলতে আশা বিছিয়ে-
সমুদ্র আমাকে নিয়ে
ভোররাতে পাটপাট
ভাঁজ করে রাখে-
শুশুকের সাঁতার-কৌশল
আয়ত্বের মধ্যে এনে
আমার সঙ্গে শুধু খেলা করে গেল।

দৃশ্যমান

সেদিন ছিল পূর্ণিমার সন্ধ্যা
জীবন আমাকে পাহাড়, সমুদ্র আর জ্যোৎস্নাকে
একাকার করে দেখালো
নদীগুলোর মোহনায় জ্বালিয়ে দিলো
রঙ্গিন মোমবাতি, চরাচর ভাঁজ হয়ে
পড়ে থাকলো নতুন কেনা টাটকা
শাড়ির মতন।
এমন নিসর্গ দেখে আমি মুগ্ধ কিনা
বুঝতে না বুঝতে জীবন একটা চড় কষালো।
ব্যথা পেলাম না, সামান্য জ্বলেছিলো
সেটাও বোধের বাইরে থেকে গেলো,
কেননা আমি তখন
আমোদে মেতে চরাচরের ভাঁজ খুলে চলেছি-
তারপর জীবন আমাকে একটা রেললাইন
আর কাকতাড়ুয়া দেখালো,
সেটা দুপুর বেলায়।
সোজা আকাশ ছুঁতে চলেছে এক
সটান ইস্পাত-কঠিন পথ
কাকতাড়ুয়া পাশেই ধানক্ষেতে-
চুনকালির অবয়বে প্রাণ আছে ভ্রম হয়।
সহসা বেগে রেলগাড়ি চলে গেলে
আমি সামান্য ভয় পাই।
মেরুদন্ড শক্ত করে থাকি,
কেন না এর ভাঁজ খোলার শক্তি আমার নেই।
এসব ভাবনাতিক্রমে জীবন আমাকে
শাসালো দুটো ঘুষি মারে, বুকে পিঠে
ব্যথার পাহাড় চেপে বসে,
আমার চোখ থেকে দু'ধারা নদীর মতো জল নামে।
আমি সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলে
জীবন আমাকে জড়িয়ে ধরে-
'কাঁদে না সোনা'- বলে, আমার
কান্না সহ্য করা যায় না।
আমি কান্না লুকোই। বহুদিন
সুখী সুখী লাগে, বহুদিন কান্না পায় না,
আমি জীবনকে খুব ভালোবাসি।
এরপর জীবন আমাকে নিয়ে যায়
একটা ঘরে- আসবাবহীন ধূসর দেয়াল
প্রথম প্রথম আমার বেশ লাগে

ঠোঁট আর জিভ দিয়ে
ফুল প্রজাপতি এঁকে ভরিয়ে দিই
ঘরটাকে রঙ্গিন করতে হাতে নিয়ে
বসে থাকি শৈশবের একতাড়া স্বপ্ন।
কিন্তু জীবন কেন যেন পছন্দ করে না
অকারণে রেগে ওঠে
ক্রোধে ওর আঙ্গুলের রগ ছিঁড়ে যায়
তবু সে একটা চাবুকের খোঁজে
অস্থির দাপাদাপি করে
আমার পিঠ রক্তাক্ত, চাবুকের তবুও বিরাম নেই।
আমার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে
দু'ধারা ইস্পাতের জল,
তখন ভোর হচ্ছে।

সড়ক

যত শব্দ তোমাদের সড়কে
এখানে ততটা নেই। যেখানে
বৃষ্টি নামলে মনে হতো আকাশ
ভর্তি মেঘের থই থই মাতলামি।

এখানে সড়কে ভেজার ভরসা নেই।
শীতল কাঁপন। মাইক্রোওভেনে দেই
স্পর্শ সংকেত- কে কারে উষ্ণ করে।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না...

তার চে' আসো রেসিপি পড়ি
পড়ি আর গড়ি। ইলিশের চকমকি নাচ
আমাদের ফ্রাইং প্যানে
আমরাও বুঝতে চাই
মশলা ও মেঘের মানে।

জানলায় হাত দিয়ে বৃষ্টি ছোঁব
শীতের ছ্যাঁকা আঁজলা ভরা ঘাসে
পোষ্টাপিসে স্ট্যাম্প ভেজাবো
জিভের ডগায়। পাঠিয়ে দেবো
দু-এক দশক পেছন দিকে।
তোমাদের সড়ক ভর্তি দুঃসাহসী
বাজ কি পড়ে?

দৃশ্যের ভেতরে যদি সত্যতা থাকে

ধূপ জ্বেলে হেঁটে যায় বিষণ্ণতা
দেবদূতের মতো উঠে আসে ভোর
পাঁচতলার সিঁড়িতে চোখ বুজে একটু দাঁড়ায়।
সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে মনে হয়
পরাবাস্তবের পিছে ধাওয়া করে
কেটে গেছে বিচূর্ণ সময়।

রহস্যের ভেতর থেকে তুড়ি বেজে ওঠে
সেই সাথে স্বগত শ্লোগান-
কিছু কিছু স্মৃতি ধরে রাখা
পানাভ্যাসের মতন জরুরী।

মমি

পিশাচসিদ্ধ মেয়ে মমি হয়ে গেছে
মেনুর শরীর আজ মেনুতেই নিঃশেষ
কালো বাঘ ছুঁয়েছিলো মেয়েটীর দাঁত
মমি কি স্পর্শকাতর?
নাকি ঈর্ষার কাতরতা
বীজ বোনে অবিরাম মেধায় মননে।

কালো বাঘ ছুরিতে শানায়
কি করে বোঝানো যায়
চোখ তার হারিয়েছে
ম্যানগ্রোভ বনে, ঘর ছেড়ে যেতে যেতে
শিথানে পৈথানে স্পর্শের যাদু দিয়ে
তাকে
মমি করে রেখে গেছে যে মানুষ
তার খোঁজ
মেয়েটি জানে না।

অন্তর্জাল

এর মধ্যে আলোকিতা বসে থাকে
তাল তাল নৈনিতাল বরফ
জীবন কাতর আঙ্গুলের চাপে গলিত দ্রবণ।
কুয়াশায় ঢেকে গেলে চোখ
দশদিক দুলে ওঠে, আর
'এক বরষার বৃষ্টিতে ভিজে' চাঁদ
ফর্সা আলোর ইঙ্গিত দিলে
তার হাত অনাবৃত যুবকের দেহে
ভর করে, যে কিনা স্থির থাকে
কমলা দেয়ালে, নীল ক্যালেন্ডারে
শ্বেত অশ্বে সমর্থ সওয়ারী।

সেই থেকে, মতিভ্রম ঝিঁ ঝিঁ পোকা
প্রতীক্ষার মাদুর বিছিয়ে
গুটি গুটি হেঁটে উঠে যায়
কী-বোর্ডে বেদনা বাজায়
জীবন্ত সুরের তার সপ্তকে
শমন সাজায়।
সমুখে পর্দায়, সুর মূর্ছনা ঠেলে
ভেসে ওঠে শাদাসিধা অক্ষর বিন্যাস
আর তার মন্দ্র দীর্ঘশ্বাস।

বয়ান

কারা ভালোবাসে
যারা ভালোবাসে
তাদেরকে দাও
আগুন বিরহ
আমাদের মতো;
রাত্রির যতো
গ্লানি ও সংঘাতে
পেছনের হাত
সম্মুখের রঙ
কত কালো হবে

আমাদের মন
মনমতো দেহ
আর কতদিন
ভাগ হয়ে যাবে।

ভালোবাসে যারা
তাদেরকে দাও
এই দীপাবলি
আমরা যে জ্বলি
ওরাও জ্বলুক
প্রেমিকের বুক
ভাঙ্গুক ভাঙ্গুক।

কার্পেটে ফুল
যুবকের দেহ
নারীর শরীর
বেদনায় স্নেহ
ঝরিয়ে প্লাবন
ভালোবাসা এসো

ভালোবাসে যারা
তাদেরকে দাও
এই সৌরভ
ফুল-প্রেম-হাত
অন্তহীন রাত
ভালোবাসা দাও।

দ্বান্দ্বিক

নদীই জলকে মাতায়
জলের সাধ্য কি একা একা
মেতে মেতে কুলপ্লাবী হয়?

জলতো কেবলি জল
নদীর ইঙ্গিত পেয়ে
তাল মানে, ছন্দে চলে
নেচে ওঠে, তরঙ্গিনী হয়।
নদীই জলকে করে বারবধূ।

মেয়েলি

আদিগন্ত জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে জন্মাচ্ছি প্রতিদিন
কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা আছে
এই বেসাতি যৌবন।
ক্রন্দনেরা অহেতুক প্রার্থনা হচ্ছে।

তোমার প্রেমকে ভয় পাই
উচ্ছাসে মৃত্যু হয় যার
আলনায় শাড়ির মত ভাঁজ হয়ে থাকি
কখনো সখনো তুমি এলোমেলো করে
আবার গুছিয়ে রাখো।

পরম্পরা

নিউইয়র্ক তখনো সচল ছিলো
যখন হার্লেমে প্রতিদিন কাউকে কাউকে
খুনী হতে হতো।
কোন কারণ ছাড়া বলাটা বাহুল্য হবে
কারণ থাকেই, প্রতি ভোরে যাদেরকে
বেঁচেবর্তে ঘুম থেকে জেগে উঠতে হয়
দৃশ্যত তারা
প্রত্যুষে অথবা সন্ধ্যায়
বাধ্য বা অভ্যস্ত হয়
ক্রুশবিদ্ধ ছবি দেখে দেখে
গীর্জার বাইরেও
হালেলুইয়ার কাছে আত্মসমর্পণে।

নিউইয়র্ক এখনো সচল,
দ্যুতিময় দ্রুত চলাচল
এখনো হার্লেম খুনীদের জায়গা করে দেয়,
উপরন্ত, হার্লেম ছাড়াও
খুনী বাস করে
তাদের হাতের থাবা বিশাল বিঘত
সচল আঙ্গুল চলে অদৃশ্য চুলে।

স্বপ্ন

চোখের ভেতর থেকে ছিটকে বেরুলো অন্ধকার
ঠোঁটের ভাঁজ থেকে শামুক ঝিনুক
অবয়ব থেকে তার ফণাতোলা জ্বলন্ত সাপ।

দু'ভুরুর মাঝখানে-দেহ টানে
তীব্র সটান
না ডাকতেই চলে যাই দ্বিধাহীন
বেহেড মাতাল।

জানলায় বৃষ্টি এসে সজোরে থমকায়
যুবক এগিয়ে যায় সমুদ্র কেটে কেটে
ঢেউয়ের গর্জন থেকে তুলে আনে
একরাশ সুগন্ধ-ফুল।
এলোমেলো জোৎস্নাক্রান্ত রাতে
মাঠময় হেঁটে আসা
সাধ হয়ে ঝুলে থাকে আশা
কেউ এসে পাশাপাশি নিঃশব্দ সঙ্গী হোক
ঘাসের বালুর মধ্যে জলের দানার মত
আদিম মাংসাশী বৃক্ষে
ভয়ে ভয়ে সবুজ ফুটুক।
মানুষের কাছে সুগন্ধ পৌঁছে দিতে
স্বপ্ন এসেছে কাল রাতে।

স্মৃতিচারণ

জানলায় হাওয়ার দোহাই, আর
বৈরাগ্যের দীর্ঘ দোলা
সংগোপনে নামে পেছন সিঁড়িতে।
দু'জনের দূরত্ব বেশী কিছু নয়
তাই অভঙ্গুর গ্রিলে ঝুলে থাকে
কিছু পুরনো আদর।

একপাশে কাৎ হয়ে থাকা
রাস্তার বাতি সাক্ষী ছিলো যার
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ষ্টাইল।
আর পুরনো সাইনবোর্ড 'ভালোবাসা
ষ্টুডিও' গড়ায় সিঁড়িতে।
ঘরের ভিতর বাতাসের মুহুর্মূহু
আগোছালো চাল।

মাদুর মাথাল দৃশ্যমান হবার আগেই
তীব্র রঙ সোফাসেট ম্লান হয়ে যায়,
বিরহের পেছন পেছন
নিঃশব্দে সিঁড়িতে নামে ক্লান্ত ভালোবাসা।

সম্মোহন

অন্ধকারের বোঝা টেনে টেনে চলি
যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ;
সাহসে কুলোলে পার পেয়ে যেতে
যদি, মাড়ের কুয়াশা সময়কে দিতো ঢেকে।

গতির ধারালো ছুরি বিঁধবে দেহে
এমনই তো কথা হয়ে গেল গতকাল।
নিমজ্জিত হবে জোৎস্নায় পথ
নিশি পাওয়া কিছু শব্দের স্রোত
পথ ভুলে নেবে উলটো পথের পাঠ।

বৃথাই দিয়েছো মাতাল অধ্যাদেশ।
ভুল বুঝে সেই পথেই দিচ্ছি দৌড়
নিমগ্ন সুতো টানলেও পিছুটান
সুতোর ভেতর আরো সুড়ঙ্গ ছিলো
বৃষ্টি নামলে দৃশ্যরা বদলায়।

কথার প্রান্তে কথা গেঁথে দিন যায়
বৃষ্টি নামবে এমত প্রতিশ্রুতি
তুমি আমি দিলে কথা ভঙ্গই হবে।
বৃষ্টির ত্রাণ দিতে পারে শুধু মেঘ।

মাছ ধরা

কোথায় তোমার অধিবাস, নাকি এই
অপক্ক শরীরে! পুস্পলতা দিয়ে
ঘিরে রাখা ফ্রেমে কেন খোঁজ
মৃত্তিকার শাদা কালো প্রেম?

যখন জেনে গেলাম, বসবাসহীন
সেই বিরাট উদ্ভাস, তখনই তো
আত্মোপলব্ধিসম নিয়ত চড়ানো,
চড়ে বেড়াই গহীন কালো সবুজ অরণ্যে
যেখানে সৌন্দর্য্য ছোঁয়া মানা
যেখানে কেবল চেয়ে থাকা
মুগ্ধ দৃষ্টি একমুঠ জলের ওপর
জীবনের কিছু মানে বদলে দেয়।

ধৈর্য্যবতী পাথরেরা বিশাল স্তন হয়ে
অরণ্যের শোভা বৃদ্ধি করে
কত সহজে ঘোষনা করে-
বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া জল
নাকি স্নিগ্ধ সুপেয়।

জলের তলার দৃশ্য দেখা নয়
সহসা মাছের উড়ান, মনে হয় স্বপ্ন সম্ভার;
সোনালী রূপালী শাদা মাছেদের
চাকচিক্যময় ছবি থেকে সজোরে
ছাড়িয়ে আনি ফাঁকিময় লৌহলোভ
তারপর দেহ তার সুস্বাদু ব্যর্থ শ্বাস নেয়
নৌকায়, পাটাতন অর্থহীন অক্সিজেন খোঁজে
সূর্যাস্ত ঝাঁপিয়ে ডাকে আলোকিত
প্যাপিরাস বন
অহংকারী মৎস-আত্মা
উড়ে যায় জলের শরীরে।

শাড়ি

কখনো নিপাট মুখ, ভাঁজহীন
সালংকারা রাজবেশ কখনো উড্ডীন
ডিম দেনেঅলা ছলাকলা জানো
নিজেকে বাজাও সটান অথবা
গুজে দাও ভাঁজে
কোমরের খাঁজে, কোমরবন্ধ
রং লেনে ট্রাক, উন্মুখ করো
ভঙ্গিমা ভেঙ্গে ডিঙ্গিয়ে যাও
তানপুরা ছড়, পুরাতনী দড়
চোখের নিমিষে আগ্রাসে খায়
চুমুর সঙ্গে কোঁচানো আঁচল
ভুরু কুঁচকায়, কখনো বা ভুল
পিঠ, বাহুমূল, সুডৌল কাঁধের
নাভীমূল ভোর
গুটিয়ে নামাও
একলাই যাও, সটান নিপাট।

স্নান

এক দাবানল ছড়ালো জল, সমুদ্দুরে
দু'হাত খুলে নাইতে নামি, ডুব সাঁতারে
উৎরে গেলে গভীর খাদে আছড়ে পড়ি
মন্ত্রগুপ্তি সুপ্ত থাকে। পিছলে পড়া
উচ্চ সুখে অঙ্গে অঙ্গে আগুন মেখে
ডুবতে গেলাম। কিন্তু গভীর তলদেশে
কড়াৎ করে কেটে যাচ্ছে হা হা হাসি
কর্দমাক্ত সিক্ত শমন জারি করছে
ত্রি-স্বৈরিনী। দু'হাত ভর্তি শ্যাওলা স্বেদের
সঙ্গে কিছু শুক্তি কুড়াই।
সমুদ্র জল গায় লাগে না। শীত বোধ নেই
অঙ্গে, কেবল আগুন লাগে।
ও স্বৈরিনী, সাধ করে কেউ
এই আগুনে ভেজে নাকি?

পাখি ফেরিঅলা

পাখির বাচ্চা বেচতে আসা ফেরিঅলা
এক চুমুকে অপরাহ্নের নিথর গ্রন্থি
খুলে খুলে
খেয়ে ফেলতো তরল বোতলবন্দী আত্মা।
ফেরিঅলার টুপির ভাঁজে ভাঁজে
না সুখ- না দুঃখ লেবেল সেঁটে
বিবর্ণ পাখির পালক জুড়ে জুড়ে
রংচটা মালাটা যেই তৈরী করে ফেললো
আমরা যারা বড়ো হবো হবো করছিলাম
ধোয়াটে বিস্ময় নিয়ে চোখ
রাখলাম, দরজার মোহন ছিদ্রপথে
রাংতা মোড়ানো বড় নীল পাখিটাকে
যখন মালা পরানোর পালা এলো-

স্কন্ধ-কাটা পাখি কী বিচিত্র কৌশলে
মালায় জড়িয়েছে তার নীল কণ্ঠ
আর কী কৌশলে ভান করে
বেজে উঠলো এস্রাজে সুর।

বিকেলের গল্প

পুরানো আগল চেপে যায় ক্ষ্যাপাটে বিকেল
পাতাহীন বৃক্ষ এসে শুষে যায় শীতল জোয়ার
আতশবাজির মধ্যে ধীরে ধীরে দল মেলে
শিশুতোষ হাসি, শিয়রে পুস্তক পাঠ
অথবা আনত চোখে মনোহর কথার বানান।
বিকেলের গল্প শুরু হয়

শীর্ণ ত্বক উষ্ণ হতে হতে কখনো ঝিমিয়ে পড়ে
এবং উৎসুক হয়ে পরিযাত্রী হয়,
কখন সময়, আজ নাকি কাল
আষাঢ়স্য দিবসের প্রথম প্রহর,
মেঘেদের পায়ে ভর করে উড়ে আসে
কোলাহল, ভীড়ে, স্রোতাচ্ছন্ন
বিরল বাতাস অসুখের ঘ্রাণে ভাসাভাসি।
বিকেল ক্ষ্যাপাটে হয় দিবানিদ্রা শেষে।

মাৎসন্যায়

একদিন, খুব জ্যোৎস্না হবে এমন রাত,
আচ্ছা, সবসময়ই প্রায় সুন্দর সময়ের
কথা ভাবলে- শুধু জ্যোৎস্না রাতের কথা বলা কেন?
জ্যোৎস্নায় বরং আমার একটু গা ছমছম ভয় করে।
শূন্য ফাঁকা বুকের দশদিক, তোমার বাহুমূল আঁকড়ে থাকলেও
একটু একা একা লাগে
তারপরও জ্যোৎস্না রাত জ্যোৎস্না রাতই।

তো যা বলছিলাম, কুলপ্লাবী চাঁদে
লেক টুইগাতে কেউ মাছ ধরবে না।
আমি, তুমি মাছেদের গান শোনাবো।
যেভাবে দায়বদ্ধ আছি ঐ মাছটার কাছে
ঐ যাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মিথ্যে বুশ ওয়াকারে...
গেঁথে তুললাম।
তুমি ঝটপট ক্যামেরা তাক করলে আমিও
দু-কানকো চেপে বুকের কাছে তুলে, হাসিমুখ
ফটোর জন্য উদ্বেল হলাম।
হাজার হলেও যন্ত্রবড়শিতে নাইন পাউণ্ডার।
প্রথম রাতের মতো।
আর আমার তো সেরকম স্মরণযোগ্য,
বলার মতো মানে বর্ণাঢ্য
যা কিছু, সেতো স্কুলের খেলার মাঠ
একবারই বাজিমাত, স্মরণশক্তি যাচাই।
সে ছবি আমরা যত্রতত্র পাঠিয়েছি,
আর উৎসাহ, অভিনন্দন ইত্যাদি।
তখন দেখিনি, স্মৃতিচারণের রেশ ধরে যেই ফটোটা
আবার দেখলাম, আমার দশ আঙ্গুলের চাপে
ওর পিচ্ছিল ফুলকোর ভাঁজে ভাঁজে
প্রবল প্রাণের আভা মন্থর গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে।
আর ওর চোখে ভেসে বেড়াচ্ছে
জলের তলার সুখী গৃহকোণ, নৃত্য উৎসব।
লেজ নাড়িয়ে নাচের শেষে ও
যখন একা একা ভাসছিল
ওর প্রেমিক দয়িতাকে খুঁজে না পেয়ে
যখন অভিমানী, আর একটু ক্ষ্যাপাটে,
আমি সে সময় হঠাৎ হলোওইন, বুশ ওয়াকার
আর ওর সাজানো সংসার তছনছ।
না হয় মিথ্যে সান্তনাই দিই নিজেকে।

ওদের অত সময় কোথায়,
খাবার জোগাড় করতেই দিন সাবাড়
ক্ষুধা পেটে ওরা সবাই
কেউ না কেউ, কোনো না কোনো
বুশ ওয়াকারের খপ্পরে।
মরমী

কী এমন মঙ্গলময় হবে দিন
সুস্থির হবে মাটি
কী এমন সুখী হাওয়া ভরাবে আঙ্গিনা
সম্পর্কের সূত্র যখন
হলুদ রুমালে বাঁধা।
সানাই শকটে যদি ডুবে যায় সুর
তান ও তড়িৎ-এ যদি দেখা হয়
কী এমন ক্ষতি হবে তার
মন যার দেহের অসাড়?

প্রসঙ্গান্তরে

আমিতো জন্ম বা স্বেচ্ছাপরাধী নই।
প্রসঙ্গক্রমে ভুল করে বসি
সে সুবাদে কেটে কেটে বসে যায়
শাঁখের করাত।
বীজের ভেতর আরো ছোট্ট সুক্ষ্ম বীজ
বপনের ইচ্ছা দ্রবীভূত হলে
আলোকিত বীজতলা
তবু সেই অনির্দ্দিষ্ট পথ,
মধ্যরাত ইষদুষ্ণ নিজেকে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে গেছে
তিন রাস্তার মিলন সন্ধিতে
শরীরে অজর গন্ধ, আর তাই
খস খসে ঘুমহীন চাঁদের বুকের কাছে
দু'হাঁটু গুটিয়ে বসে থাকে
তিন রাস্তার শিথানহীন মোড়।
অবিশদ আলো এসে দ্রুত হাতে
হাওয়াকে খুঁচিয়ে যায়
বাতাসের ব্যথাবোধে ভোররাত
হাঁটুগুজে কাঁদে।

প্রকৃতি

রাতের শরীরে আজ খুব দুঃখে
দু'হাত ডোবাবো; ভেবে রেখেছি
শস্যের সমান এক নিজস্ব সচ্ছলতা
চেয়ে চিনতে ভিক্ষে মেগে আসবে না জানি,
শস্যেরা কি নিজস্ব সম্পদে
নিজেদের উপযোগ সহাস্যে মেটায়?
একান্ত নিজস্ব কোন সচ্ছলতা দিয়ে
নিজস্ব ক্ষুধার কোন সুরাহা মেলে না।

পূর্বরাগ পুষে রেখে মুমূর্ষে
করেছো চুম্বন
হায়, চুমু, মধুর চন্দ্রিমা
আগেই হলো না কেন!
সচ্ছল শরীরে আজ রাত্রিরা নেমেছে রাস্তায়
স্বৈরিনী রাত যদি দুঃখী হয়ে যায়
শত লক্ষ হাত তার বাড়াবার গন্তব্য নেই।

শনিবার

আহ্ শনিবার!
কোনো কোনো শনিবার মস্তিস্কে
কেবল যন্ত্রণা, তুচ্ছ তুচ্ছ একাকিত্ব
তীব্র দীর্ঘ কান্না পাওয়া জব্দ গুপ্ত বুক।

ব্যর্থতায় অবসন্ন পায়ের গোড়ালি
অভাঙ্গা হাড়- কনকনে শীতের ছড়ি-
শনিবার সন্ধ্যা ধারালো বিস্ময়
হয়ে থামে রান্নাঘরে
কুচো তেলাপোকাদের সাথে
খুটে খায় প্রতীক্ষা।
অনিশ্চিত ওড়াওড়িতে আধখেচড়া
সন্ধ্যা থামে এসে আয়নার মুখোমুখি।
আয়নায়, ফ্যাকাশে পানির দাগে
তড়িৎ পায়ে বিষণ্ণ শনিবার
ছুটে আসে পড়ার টেবিলে
যত্নে ওলটানো ইতিহাস তৃতীয় অধ্যায়ে।
যেখানে সম্রাট অশোক
তার এক'শ ভ্রাতৃহন্তা
তথাপি উল্লাসরত- ক্ষমতায় লীন।
তারপর স্মৃতি রোমন্থন-

ব্যালকনি জুড়ে ঝোলে সন্ধ্যায়
আকুল চিবুক,
ঠান্ডা চাঁদ, নিস্প্রভ জ্যোৎস্নার
তরলে শনিবার সন্ধ্যা ডুবে যায়।

যাতায়াত

পথ আমাকে সত্য সূর্য শেখায়
রৌদ্র জল অক্লান্তির ভাষায়
বাঁধিয়ে রাখি প্রকৃতি প্রান্তিক
অসাক্ষাতের পাথর নুড়ি আঁকায়।

বাতাস শুধু শব্দে মারে কোপ
সইয়ে সইয়ে কোমরবন্ধ খুলে
মরুভূমির বালুর দম্ভ খুব
থমকে আছে সব আশংকা ভুলে।

ভালোই আমার ভ্রমণ একা একা
পায়ের কাছে ছড়িয়ে টাইগ্রীস
ভাসাচ্ছিলাম স্বপ্নের পাখনায়
পথের কাছে সত্য সূর্য শেখা।

আলোর ভ্রমণ

আমার কন্যাদের কাছে দুটো বাতি রাখা আছে
যেন ইচ্ছে হলেই মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে
কুন্ডুলি পাকানো শরীর সোজা করে
ঘরের ছাদে বিস্ফারিত জ্যোৎস্না বানাতে পারে।

যে জ্যোৎস্নার অন্য পিঠে ছুটে যাবে তীব্র মহাকাশ
নীল রশ্মি, আমার স্মৃতিপট
শোলকগাঁথা পূর্বপুরুষ, আমাদের মৃত্যুভয়
যাদেরকে ওরা কোনদিন চোখেই দেখেনি।
রাতের অন্যপিঠ দিয়ে যাবে ঝকঝকে বেলা
মেঘহীন বাতাসের গুলতি করা টানটান একেকটা দিন
নিয়ে যাবে সংসারের উল্টোপাল্টা চাপান-উতোর।

আর আমার মেয়েরা একটা একটা করে সুতো জুড়ে দিয়ে
সেই জ্যোৎস্নার অন্য পিঠে ভ্রমণার্থী হবে।
দু'হাতের আঁজলা ভরে পৃথিবীতে নিয়ে আসবে
আলোর চিরকুট।